কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি সাহিত্যচর্চা ও উদ্যোগী উপাচার্য স্যার আশুতোষ

Saumak Podder

PhD Research Scholar, Department of South and Southeast Asian Studies, University of Calcutta

Email Id- saumak1993podder@gmail.com

Abstract— The 'Tiger of Bengal' Sir Ashutosh Mukhopadhyay not only achieved fame as an educationist and jurist, but his unforgettable role in the spread and expansion of Buddhism in Bengal is wort mentioning in this context.Being associated with the Calcutta Mahabodhi Society of India and the Buddhist Dharmankur Sambha, Sir Ashutosh was one of the inevitable figures not only in organizational activities but also in mobilizing Buddhism and cultural activities among the masses. The paper discusses the unforgettable role of Buddhist monk Anagarika Dharmapala, Kripasaran Mahasthavir and most importantly Sir Ashutosh in the renaissance of Buddhism in undivided Bengal and India. Efforts will be made to shed light on that glorious role of Dr. Mukherjee on establishment of Department of Pali in University of Calcutta

'বাংলার বাঘ' স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুধুমাত্র শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তা নয়, বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও বিস্তারে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকার বিষয়টি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে স্যার আশুতোষ শুধুমাত্র সাংগঠনিক কার্যক্রম নয় ও জনমানসে বৌদ্ধধর্ম ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিলেন। আশুতোষ পরবর্তীতে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্যামাপ্রসাদ পিতার এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুদায়িত্বকে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অবিভক্ত বঙ্গ তথা বর্হিবিশ্বে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়করণে এই পিতা-পুত্রের গৌরবময় ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লেখা থাকবে। ড. জিনবোধি ভিক্ষু এ প্রসঙ্গে বলেছেন, " বৌদ্ধদেশ শ্রীলঙ্কার প্রবাদপ্রতিম কৃতি সন্তান অনাগরিক ধর্মপাল, বঙ্গদেশের চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির এবং পশ্চিমবঙ্গের বীর্যবান সিংহপুরুষ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এ তিন দিকপাল অবিভক্ত ভারত- বাংলায় বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের যে অসাধারণ অবদান রেখেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তাঁরা তিনজনই কর্মসূত্রে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সম্মিলিতভাবে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে আমৃত্যু সংগ্রাম যেমন করেছিলেন তেমনি আশানুরূপ সফলতাও দেখিয়ে গেছেন বৌদ্ধবিশ্বে"।[১]

আলোচ্য প্রবন্ধে উপাচার্য স্যার আশুতোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিভাষাচর্চার বিকাশে অবিস্মরণীয় ভূমিকার বিষয়টি সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্যার আশুতোষের কর্মভূমি, সাধনার ক্ষেত্র। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সিংহ লিখেছিলেন – " যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটেছে তার প্রথম উপাচার্য সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন – " We are planting a tree of slow growth. The plant is young and tender, and obstructed by weeds and brambles. But it is healthy,and if carefully tended, will, by God's blessing, become a goodly tree and overshadow the land."(Sir W.J Colvile, 11.12.1858).কোলভিলের এই আশা পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় ৫০ বৎসর। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রোপিত চারা গাছটি এই দীর্ঘকাল পুঁইয়ে পাওয়া রোগীর মতো ধুঁকছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতেই যেন যাদুস্পর্শে তার জড় দেহে যৌবনের জলতরঙ্গ বেজে উঠল। তাঁর সযত্ন পালনে শিক্ষা- চারাটি মহামহীরুহে পরিণত হল এবং ফলেফুলে ছায়ায় চারদিক পরিব্যাপ্ত করে তুলল অচিরকাল মধ্যে।.....বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষা ও মনীষীদের সমাবেশ ঘটল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। নবীন মনীষার সফল বিকাশের পথ বেঁধে দিলেন আশুতোষ। বাংলার মননশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সৃষ্টিতে, বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের চারণক্ষেত্র তৈরীতে আশুতোষের অবদান অনস্বীকার্য"।[৩] উপাচার্য পদে আসীন হয়ে স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এরই মধ্যে অন্যতম হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের গোড়াপত্তন ও অধ্যাপক নিয়োগ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পালি বিভাগের সূচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের যে মূল্যবান দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তারা বলেছিলেন – " The objective of the university in undertaking this venture was to open out to its advanced students an opportunity for a comprehensive study of that distinct and widespread civilization which is represented by Buddhism. The fact should not be lost sight of that from the 5th century B.C to the 12th Century A.D. Buddhism moulded thoughts, ideals and literatures of the entire Far East. The history of Buddhism is also a story of Cultural contacts between different groups of people in South,SouthEast and East Asia. The Department of Pali studies was intended to provide opportunities for the study of the cultural contacts between all these different regions."[৪]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বিষয়রূপে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন পাঠনের বিষয়রূপে পালি গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচীও স্থির হয়েছিল তথাপি পদ্ধতিগত শিক্ষাদানের বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল। এমনকি ১৮৮৯-১৯০০ সাল পর্যন্ত কোন আগ্রহী পড়ুয়া শিক্ষাগ্রহণে উপস্থিত হননি। ১৯০১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র আচার্য পরীক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অবশেষে সেই পরিস্থিতিতে পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন প্রাতঃস্মরণীয় পালি পন্ডিত টি. ডব্লিউ, রিজ ডেভিডস মহাশয়। সানন্দে তিনি প্রশ্নপত্র তৈরী করে দেন এবং পরীক্ষকরূপে উত্তরপত্রের মূল্যায়নও করেন। পরবর্তী পরীক্ষার্থী ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্বিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরিনাথ দে। এইসময়েও রিজ ডেভিডস মহাশয় উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি পালন করেছিলেন। কিন্তু ১৯০১, ১৯০৬ বা ১৯০৯ সালে যে পরীক্ষার্থীদের আমরা দেখি তাঁরা ছিলেন প্রতিজনিক(Private) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট (Non-Collegiate) পরিক্ষার্থী।[৫]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের আন্তর্জাতিকীকরণেও স্যার আশুতোষের কষ্টসাধ্য ভূমিকার কথা অনস্বীকার্য। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দেশ- বিদেশের বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পালি বিভাগে যোগদান করেছিলেন।৪০ মূলত স্যার আশুতোষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ১৯০৭ সালে সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি স্বাধীন বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। পালি শাস্ত্রজ্ঞ মহাপন্ডিত মারাঠী অধ্যাপক ধর্মানন্দ কোশাম্বী মহাশয় ১৯০৭ সালের শেষপর্বে বিভাগীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। তাঁর মাসিক দক্ষিণা বা বেতন ছিল একশত টাকা। অবশ্য সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে স্বল্প বেতনে দেশান্তরে তাঁর পক্ষে ব্যয়ভার নির্বাহ করা কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরবর্তীকালে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে আড়াইশ টাকা করেন। কিন্তু ধর্মানন্দ কোশাম্বী কোনো এক অজ্ঞাত কারণবশতঃ এই পদ থেকে পদত্যাগ করেন।৪১ তাঁর পরবর্তী অধ্যাপক রূপে নিয়োগপত্র পান তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়। ১৯১০ সালে জুলাই মাসে সপ্তাহে ন্যূনতম তিনঘন্টা অধ্যাপনার পরিবর্তে তাঁর বেতন স্থির হয় একশত টাকা।৪২ ১৯১০ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই বিভাগের পরিচালনা পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মূলত: ১৯১৭-' ১৮ সালেই এই বিভাগটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপনার জন্য যে সকল স্বনামধন্য অধ্যাপক যোগদান করেন। তাঁরা হলেন –

মহামহোপাধ্যায় ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম.এ, পি. এইচ ডি

দামোদর রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর, এম.এ

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম.এ

বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম.এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, ১৯১২)

এছাড়াও এই বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছিলেন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী গোকুল দাস দে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে নতূন যারা এই বিভাগে যোগদান করেন তাঁরা হলেন ভিক্ষু কে. দেবরক্ষিত, রাজগুরু ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির (কর্মযোগী কৃপাশরণের মাধ্যমে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে অভিধর্ম বিষয়ে পাঠদানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল) এবং শ্রীলঙ্কার পন্ডিত রেভারেন্ড সমন, আর. সিদ্ধার্থ, জাপানী ও চিনা পন্ডিত মাসুদা ও কিমুরা প্রমুখ অধ্যাপকমন্ডলী। এই সমস্ত অধ্যাপক নিয়োগেও স্যার আশুতোষকে কম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। এই প্রসঙ্গে একটি

ঘটনার উল্লেখ করা অবশ্য প্রয়োজন। একবার বিদ্বান পরিষদের একজন সম্মানীয় ব্যক্তি উপাচার্য আশুতোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন, তিনি কেন পালিভাষায় একজন অধ্যাপককে নিয়োগ করেছেন? স্যার আশুতোষ পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন- আমার এই কার্য অপরাধের মধ্যে পড়ে কেন? তিনি বলেছিলেন- পালি মৃত ভাষা, সংস্কৃত'র চেয়েও বেশী মৃত ভাষা। তুমি ব্রাহ্মণ তুমি কেন সিংহল থেকে পয়সা খরচ করে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এনে ছাত্রদের পালি শেখাবে? যদি তাঁরা পালিতে ডিগ্রী পায় তারা মাসে পাঁচ টাকাও উপার্জন করতে পারবে না। আশুতোষ বলেছিলেন " অভিযোগ অনুসারে দোষ স্বীকার করছি, তবুও আমি আমার উদ্দেশ্য পরিত্যাগ না করে, পালিতে যতবেশী সম্ভব ডিগ্রীধারী করে যাব। যাতে ভবিষ্যতে পরিষদ সদস্যদের ভ্রম সংশোধন হয়"।[৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের পাঠ্যসূচীর রূপরেখাও স্থির হয়েছিল স্যার আশুতোষেরই উদ্যোগে। ১৯০৬ সালের যে পাঠ্যসূচী স্থিরীকৃত হয়েছিল তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বৌদ্ধসংস্কৃতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে যে আটটি পত্র পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তার প্রথম চারটি সাধারণ পত্র এবং অবশিষ্ট চারটি হল ছাত্রছাত্রীদের ঐচ্ছিক পত্র নির্বাচন। এই চারটি সাধারণ পত্র ছিল –

প্রথম পত্র : সুত্ত পিটকের নির্বাচিত অংশাবলী

দ্বিতীয় পত্র : বিনয় পিটকের নির্বাচিত অংশাবলী

তৃতীয় পত্র : পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ

চতুর্থ পত্র : পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

অবশিষ্ট চারটি ঐচ্ছিকপত্র ছাত্রছাত্রীরা চারটি বিভাগের (group)যেকোন একটি থেকে নির্বাচন করতেন।

বিভাগ – ক (সাহিত্য)

পঞ্চম পত্র : জাতকের নির্বাচিত অংশসমূহ

ষষ্ঠ পত্র : পালি সাহিত্যের সাধারণ ইতিহাস

সপ্তম পত্র : প্রত্নলেখ

অষ্টম পত্র : অপঠিত পালি অনুচ্ছেদের ইংরাজীতে অনুবাদ এবং পালি অনুচ্ছেদ লিখন

বিভাগ- খ (পালি দর্শন)

পঞ্চম পত্র : অভিধম্ম পিটকের নির্বাচিত অংশসমূহ

ষষ্ঠ পত্র : ত্রিপিটকেতর সাহিত্যের নির্বাচিত অংশসমূহ

সপ্তম পত্র : টীকাভাষ্যসহ ত্রিপিটক এবং ত্রিপিটকেতর সাহিত্যের নির্বাচিত অংশসমূহ

অষ্টম পত্র : পালি অনুচ্ছেদ এবং পালি অনুবাদ

বিভাগ -গ (পালি দর্শন)

পঞ্চম পত্র : (ক) পালি ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জী (Annals)এবং ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত বিষয়াবলী

(খ) অপঠিত পালি অনুচ্ছেদের ইংরাজী অনুবাদ

ষষ্ঠ পত্র : মৌর্যযুগের শিলালেখমালা

সপ্তম পত্র : গুপ্তযুগের গুহা এবং শিলালেখমালা

অষ্টম পত্র : ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল এবং পালি অনুচ্ছেদ রচনা।

বিভাগ- ঘ (মহাযান সাহিত্য এবং দর্শন)

পঞ্চম পত্র : মহাযান সাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত গদ্য ও পদ্যাংশ

ষষ্ঠ পত্র : মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনের নির্বাচিত গ্রন্থরাজি

সপ্তম পত্র : বৌদ্ধন্যায়ের নির্বাচিত গ্রন্থরাজি

অষ্টম পত্র : ক) সংস্কৃত ব্যাকরণ

খ) অনুচ্ছেদ।

পাঠ্যসূচীর বিভাজন থেকে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অভিভাষণে প্রদত্ত বক্তব্য – " এই বিভাগ সুদূরপ্রসারী বৌদ্ধ জ্ঞানের রাজ্য অবধি বিস্তৃত। এই বিভাগটি চারটি প্রশাখায় সাহিত্য, দর্শন, প্রাচীন লিপি, মহাযান এই নিয়ে বিধৃত"।[৭] স্যার আশুতোষের এই চিন্তাধারারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

স্যার আশুতোষ শুধুমাত্র এই প্রচেষ্টাতেই থেমে যাননি। বৌদ্ধজীবনী নির্ভর সাহিত্যকে তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করার ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষের উদ্যোগী ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে প্রখ্যাত তিব্বতীয় পন্ডিত গেসিলোব্রাং টার্জি এসেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিব্বতীয় ভাষাশিক্ষা প্রদান করতে।[৮] প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর " আশুতোষ স্মৃতিকথা"য় এ প্রসঙ্গে বলেছেন- " বৌদ্ধ পন্ডিতগণ সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া একসময়ে এদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় তাঁহারা ভারতীয় অনেক পুরাতত্ত্ব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশুতোষ বিখ্যাত তিব্বতীয় পন্ডিত গেসিলোব্রাং টারজিকে বহু চেষ্টায় আনয়ন করিয়া তিব্বতীয় ভাষাতে পন্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহযোগে সেই ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গেসি স্বদেশে চলিয়া গেলে তিনি আর দুইজন লামার সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র তাঁহার পিতার বহুমূল্য তিব্বতীয় গ্রন্থের সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার দিয়েছিলেন।এখন আমাদের পুঁথিমালায় বহু তিব্বতীয় গ্রন্থ রক্ষিত আছে। শুধু শরৎবাবুর গ্রন্থগুলিই ৪০ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী। লামার দেশের ইতিহাস, ন্যায় ব্যাকরণ, ভিষক- শাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং অপরাপর বিষয়ক বহুগ্রন্থ এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুন্দর কাষ্ঠ- ফলক দ্বারা মুদ্রিত গ্রন্থগুলি। চিন এবং জাপানের ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে তিনি কিমুরা প্রভৃতি পন্ডিতগণকে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন"।[৯]

উপাচার্য আশুতোষের বদান্যতায় পালি বিভাগে বৌদ্ধ সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ের পর গবেষণাকার্যও শুরু হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রথিতযশা অধ্যাপকবর্গের ব্যক্তিগত গবেষণাপত্র প্রকাশ পেয়েছিল এইসময় বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নামী পত্রিকায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর ' A Short History of the Pali studies in the University of Calcutta (1880-1983)' প্রবন্ধে এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অধ্যাপক, গবেষক শিক্ষার্থীদের প্রকাশিত গবেষণাপত্রের তালিকা উল্লেখ করে বলেছেন, " It will be evident from the following list of books that valuable contributions were made by the members of the Department to the enrichment of our knowledge in the field of Buddhism and allied Culture of ancient India and their works certainly reflect on the credit of the Department."[১০] এই সময়কালের উজ্জ্বল ছাত্র- অধ্যাপকদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ড. বেণীমাধব বড়ুয়া। ' A History of the Pre- Buddhistic Indian Philosophy', লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. লিটের জন্য প্রদত্ত অভিসন্দর্ভটি ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত

হয়েছিল। তাঁর যে সকল গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ বিভিন্ন খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – ' The Ajavikas, Gaya and Buddhagaya', ' Old Brahmi Inscriptions in the Udaygiri and Khandagiri Cave', 'Asoka and his Inscriptions(Part 1 and 2) ইত্যাদি। স্যার আশুতোষের নতুন গবেষকদের প্রতি আহ্বান ছিল- ' একটা নতুন কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ ' Original Research' হইবে আমাদের বৈশিষ্ট্য, ভয় করো না, Liberty আছে, তুমি আছ আর আমি আছি। প্রয়োজন হলেই আমাকে সব জানাইবে'।[১১] আশুতোষের এই উদ্বুদ্ধ করার মানসিকতাই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল নতুন অধ্যাপক- গবেষকদের এবং তারা তাঁদের মৌলিক গবেষণাকর্মের মধ্য দিয়ে বিভাগের জয়ধ্বজা উড্ডীন করেছিলেন সমগ্র বিশ্ব জুড়ে।

স্নাতক পূর্ব স্তরে পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পরিমন্ডলে উদ্যোগী হয়েছিল এবং এর নেপথ্যে ছিল স্যার আশুতোষের স্ব- প্রচেষ্টা। ম্যাট্রিকুলেশন স্তর থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত তৎকালীন কোন মহাবিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ে পালি পঠন- পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। স্যার আশুতোষ এইসময়, ' Bengal Buddhist Association'-এর সহ- সভাপতি বৌদ্ধভিক্ষু সমণ পুন্নানন্দের শরণাপন্ন হলে তিনি সানন্দে পালির অধ্যাপক (Junior University Lecturer) -এর গুরুদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন। সহযোগী হিসাবে তিনি পালিতে স্নাতক বেণীমাধব বড়ুয়াকে সহায়ক অধ্যাপক রূপে মনোনীত করেন। এইসময় পালি পঠন- পাঠন প্রশিক্ষণ সূচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি(standing committee) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন- মহামহোপাধ্যায় ড. সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী নলিনাক্ষ দত্ত, সমণ পুন্নানন্দ, শ্রী গোকুলদাস দে, ভদন্ত আর সিদ্ধার্থ, শ্রী মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং শ্রী মহেন্দ্রকুমার ঘোষ।

স্যার আশুতোষের সুপারিশক্রমে এইসময় অনেক স্কুল- কলেজ সরকারী অনুমোদনও লাভ করেছিল। চট্টগ্রাম জেলার বহু বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছিল। যথা- পটিয়া রাহাত আলি হাইস্কুল, মহামুনি অ্যাংলো পালি ইনস্টিটিউট, রাউজান আর্যমিত্র হাইস্কুল, রাঙ্গুনীয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কর্ত্তালা বেলখাইন মহাবোধি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, নোয়াপাড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং কানুনগো পাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ। ড. জিনবোধি ভিক্ষুর মতে, " বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের অধীনে ত্রিপিটকের আদ্য- মধ্য ও উপাধি বিষয়ক নয়টি বিষয়ে পাঠগ্রহণ ও পরীক্ষা দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল স্যার আশুতোষের বদান্যতায় এবং মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুপরামর্শক্রমে। চট্টগ্রামে তখন থেকে অসংখ্য পালিটোল ও পালি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলে ঐ দুই মহান ব্যক্তিত্বদ্বয় এবং অধ্যাপক সমন পুন্নানন্দ স্বামীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়"।[১২]

তথ্যসূত্র :

১. সিংহ, দীনেশচন্দ্র 'ভূমিকা', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ: ৭-৮।

২. Annual Report of Calcutta University,1954-'55।

৩. Journal of the Department of Pali, University of Calcutta, Vol. I, Kolkata, 1982, p. 152.

৪. The Minutes of the Senate of the Calcutta University, Dated 23rd August 1919.

৫. " he was unable to continue to act as a University Lecturer in Pali", Minutes of Calcutta University, 1909, p. 44.

৬. Minutes of Calcutta University,1910, p.798.

৭. ভিক্ষু, জিনবোধি, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১-২২।

৮. Reports of the proceedings of the Executive Committee of the Council of the Post-graduate Teaching in Arts of the Calcutta University, Dated- 22nd July 1919.

৯. Minutes of the Syndicate of the Calcutta University for the year 1914, No.1,10th January 1914.

১০. সেন, দীনেশচন্দ্র, আশুতোষ স্মৃতিকথা, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৩৬, পৃ: ১১৪-১১৫.

১১. Sengupta, Sukumar, ' A Short History of the Pali Studies in the University of Calcutta (1880-1983)', Journal of the Department of Pali, Vol. I, University of Calcutta, Calcutta, 1982,p. 171.

১২. ভিক্ষু, জিনবোধি, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।